মানবসেবা অভিযান

(একটি স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান)

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

সমাজসেবা অধিদপ্তর রেজিঃ নং: রাজশা-৫৩৯/৯৯
এম.আর.এ. রেজিঃ নং: ০৩৩৫২-০১৫৭৪-০০৩৩৯
প্রধান কার্যালয়: মহিষবাথান, রাজপাড়া, রাজশাহী কোর্ট-৬২০১, রাজশাহী।
ফোন: ০২৫৮৮৮৫১১১৩, E-mail: msobdorg@gmail.com, Wed: www.msobd.org

'মানবসেবা অভিযান' একটি স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক সংস্থা। এই সংস্থা ১৯৯৯ সালে সমাজসেবা অধিদপ্তরের রেজিষ্ট্রেশন নিয়ে মূলত: দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অতি ক্ষুদ্র পরিসরে বিভিন্ন সেবামূলক কাজের পাশাপাশি সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। শুরুতে মাসিক কিস্তিতে ঋণের টাকা আদায় করা হত এবং শুধুমাত্র রাজশাহী শহর এলাকায় এই কার্যক্রম চালু ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে বেশিসংখ্যক দরিদ্র মানুষকে তাদের দোরগোড়ায় আর্থিক সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। এ লক্ষ্যে ২০০২ সাল হতে রাজশাহী শহরের নিকটস্থ গ্রামগুলোতে ১৫ থেকে ৩০ জন সদস্যের ছোট ছোট সমিতি গঠন করে ঋণ প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। দরিদ্র মানুষের আয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং বিভিন্ন বাস্তবসঙ্গত করণে এই সমস্ত সমিতিতে সাপ্তাহিকভাবে সঞ্চয় এবং ঋণ কার্যক্রম চালু করা হয়। শুরু থেকেই সমিতিগুলোতে আর্থিক লেনদেন ছাড়াও সমিতির সদস্যদের সকল বিষয় গুরত্ব দেবার কথা চিন্তা করে মাসে একবার করে দলীয় সচেতনতা সভা করা হয়। সভায় ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পয়ঃপ্রণালী, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও নানা ধরনের আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণে মহিলা সদস্যদের উৎসাহ প্রদানসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা করা হয়। এভাবে ধীরে ধীরে সংস্থার কার্যক্রম বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০১৮ সালে এই সংস্থা রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ নওগাঁ, নাটোর এবং পাবনা জেলায় কর্মসূচি সম্প্রসারনের অনুমতি পেয়েছে।

দর্শন

(ক) সঞ্চয় অসময়ের বন্ধু। সঞ্চয় আত্মমর্যাদা বৃদ্ধিতে এবং সক্ষমতা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখে ।

(খ) ঋণপ্রাপ্তি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি মৌলিক অধিকার। সমিতির সমষ্টিগত সঞ্চয় ও ঋণ তহবিল গড়ে তুলে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

(গ) শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সকল মৌলিক বিষয়ে সুবিধা প্রাপ্তির জন্য পিছিয়ে পড়া জনগণকে সহায়তাকরণ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সংঘবদ্ধ করে সবার মধ্যে মিলন ও ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন ও সমবায়ের চেতনাবোধ গড়ে তোলা। সঞ্চয়ের মাধ্যমে গরিব জনগোষ্ঠির নিজেদের মূলধন গঠন করা, তাঁদের হাতে-কলমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা এবং গঠিত মূলধন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যবহার করে আত্মনির্ভরশীল করে তোলাই এই সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

স্বাবলম্বী নীতি

সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম দিন দিন প্রসার হচ্ছে। বাইরের কোনো অনুদান ছাড়াই সদস্যদের সঞ্চয়, সংস্থার উদ্বৃত্ত তহবিল, ব্যক্তি পর্যায়ে স্বল্পমেয়াদী ঋণ এবং ব্যাংক ঋণ নিয়ে এই সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সংস্থার সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে স্বাবলম্বী নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। ঋণ কার্যক্রম সংস্থার জীবনীশক্তিস্বরূপ। সংস্থাকে স্বাধীন ও টেকসই হতে হলে ঋণ কার্যক্রমকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। ঋণ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সকল কর্মীর বেতন, ভাতাদি ও আনুষঙ্গিক খরচাদি ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আয় থেকে বহন করা হয়। এই সংস্থা ঋণ কার্যক্রমের আয়ের কিছু অংশ ও ব্যক্তিগত অনুদান দিয়ে দরিদ্র সদস্যদের জন্য বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

কর্মকৌশল

আমরা প্রথমেই এলাকা জরিপের মাধ্যমে লক্ষ্যিত বা টার্গেট জনগোষ্ঠী ও এলাকা নির্বাচন করে সেই এলাকার সাথে নিয়মিত সংযোগ রক্ষা করে থাকি। পরবর্তী পর্যায়ে কর্মসূচির শর্তসমূহ পূরণ হলে এই কর্মএলাকায় কার্যক্রম শুরু হয়। নিম্নের বিষয়সমূহ আমরা বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি।

- লক্ষিত জনগোষ্ঠির সাথে সুসম্পর্ক ও বিশ্বস্ততা অর্জন।
- কর্মএলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অনগ্রসর ও অবহেলিত জনগোষ্ঠি বলে বিবেচিত (যেমন ভূমিহীন, জেলে, দরিদ্র ও প্রান্তিক চাষী, আদিবাসী, বস্তিবাসী ইত্যাদি) ১৫ থেকে ৩০ জন মহিলা সদস্যদের নিয়ে ছোট ছোট সমিতি গঠন করা।
- যাদের পেশা ও আয়ের উৎস একই রকম তাদের সমিতিতে অগ্রাধিকার দেয়া।
- আত্মনির্ভরশীলতার জন্য সদস্যদের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা।
- সাপ্তাহিক সভার মাধ্যমে প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের সচেতন করা।
- সদস্যদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড গ্রহণে আর্থিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান।

সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ

আরিফ আহম্মদ চৌধুরী
সভাপতি

জান্নাতুল ফেরদৌস
সাধারন সম্পাদক

মোঃ শহিদুল হাসান
কোষাধ্যক্ষ

মীর শাহজাহান আলী
সহ-সভাপতি

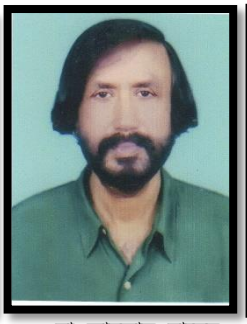

মোঃ আমজাদ হোসেন
সহ-সাধারণ সম্পাদক

মোঃ জাহিদুল ইসলাম
সমাজসেবা সম্পাদক

রওনক আরা
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক

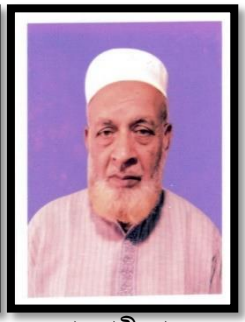

মোঃ আলী আকবর
কার্যকরী সদস্য

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
কার্যকরী সদস্য

প্রফেসর ড. সফিকুন্নবী সামাদী
সাধারণ সদস্য

এস.এম. আকতার হোসেন
সাধারণসদস্য

এ.এম.এম. আরিফুল হক
সাধারণ সদস্য

মোঃ রাশিদুল করিম
সাধারণ সদস্য

মোঃ সারওয়ার জাহান
সাধারণ সদস্য

প্রফেসর ড.শাহ আলম
সাধারণ সদস্য

মোঃ শামসুল আজম খান
সাধারণ সদস্য

মোঃ গোলাম সাকলাইন
সাধারণ সদস্য

গুলশান আরা
সাধারণ সদস্য

প্রফেসর ড.মাহমুদ আখতার শরীফ
সাধারণ সদস্য

বেগম ফাতিমা
সাধারণ সদস্য

মিসেস এলিজা কানন টুডু
সাধারণ সদস্য

দেওয়ান আবু সাঈদ ইমরান
সাধারণ সদস্য

কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ

সময়কাল: ০১ জানুয়ারি ২০২২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত

আরিফ আহম্মদ চৌধুরী
সভাপতি

জান্নাতুল ফেরদৌস
সাধারণ সম্পাদক

মোঃ শহিদুল হাসান
কোষাধ্যক্ষ

মীর শাহজাহান আলী
সহ-সভাপতি

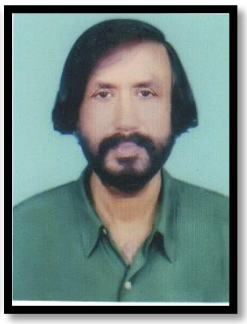

মোঃ আমজাদ হোসেন
সহ-সাধারণ সম্পাদক

মোঃ জাহিদুল ইসলাম
সমাজসেবা সম্পাদক

রওনক আরা
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক

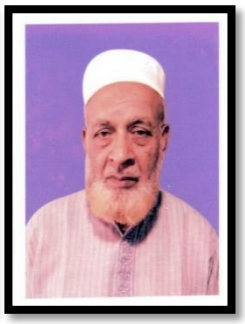

মোঃ আলী আকবর
কার্যকরী সদস্য

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
কার্যকরী সদস্য

উপদেষ্টা মন্ডলী

কল্পনা সাহা

জায়তুনা খাতুন

আজফার ইমাম

হিসাব সংরক্ষণ ও অফিস ব্যবস্থাপনা

এমআরএ কর্তৃক অনুমোদিত চার্টার্ড একাউন্টটেন্ড দ্বারা প্রত্যেক অর্থবছরে সংস্থার হিসাব নিয়মিত অডিট করানো হয়। হিসাব পদ্ধতি উন্নয়নের জন্য অভিজ্ঞ ব্যাক্তিদ্বারা নিয়মিত একাউন্টস মনিটরিং করা হয়। সর্বস্তরের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা হলো মানব সেবা অভিযানের শক্তিশালী দিক। সংস্থার সকল কার্যক্রম প্রধান কার্যালয় হতে পরিচালিত হয় এবং সদস্যদের দোরগোড়ায় সকল সেবা পৌঁছানোর সুবিধার্থে ১১টি শাখা কার্যালয়ের মাধ্যমে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়। সমিতির নির্ভূল হিসাব নিকাশ, বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ, শাখাসমূহের সমন্বিত আর্থিক বিবরণী যথাসময়ে সঠিকভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সমস্ত শাখার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে 'গ্রামীণ কমিউনিকেশন কোম্পানি'র সফটওয়ারের মাধ্যমে কম্পিউটারাইজেশন এর আওতায় নিয়ে আনা হয়েছে।

সংস্থায় বর্তমানে যে সমস্ত নীতিমালা চালু আছে

- নিয়োগ,চাকুরি,বেতন ও ভাতাদির বিধিমালা।
- সঞ্চয় ও ঋণ নীতিমালা।
- আর্থিক হিসাববিধি ও ক্রয় নীতিমালা।
- শাখা সম্প্রসারণ নীতিমালা।
- ঋণ ঝুঁকি ও সদস্য কল্যাণ তহবিল নীতিমালা।
- কর্মী ঋণ নীতিমালা।
- কর্মীগণের ভবিষ্য তহবিল নীতিমালা।

সংস্থার কর্মী সংখ্যা

ধরন	পুরুষ	মহিলা	মোট
স্থায়ী	৪৩	৯	৫২
শিক্ষানবিস	০৪	০১	০৫
মোট	**৪৭**	**১০**	**৫৭**
শতকরা হিসাব	৮২.৪৫%	১৭.৫৪%	১০০%

- **সংস্থার কর্মএলাকা :** সংস্থার অনুমোদিত কর্মএলাকা রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ ও পাবনা জেলা হলেও বর্তমানে রাজশাহী এবং পাবনা জেলায় কর্মসূচি বিদ্যমান।
- **সংস্থার শাখার সংখ্যা: ১১** টি।

সংস্থার বর্তমান কর্মসূচিসমূহ

১. ক্ষুদ্রঋণ।

২. সুদমুক্ত শিক্ষা ঋণ।

৩. সুদমুক্ত প্রতিবন্ধী ঋণ।

৪. বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদান।

৫. মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি কর্মসূচি:

(ক) মাসিক মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি

(খ) এককালীন মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি

৬. সেবা ফান্ডের কর্মসূচিসমূহ:

(ক) শিক্ষা সহায়তা প্রদান।

(খ) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদান।

(গ) স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান।

(ঘ) বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ।

(ঙ) বিনামূল্যে হুইল চেয়ার বিতরণ।

৭. অসহায় ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের মাসিক ভাতা প্রদান।

৮. দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সাহায্য প্রদান।

৯. যাকাত তহবিল।

১০. দুঃস্থ মেয়েদের বিবাহ তহবিল।

১১. অসহায় ও দুঃস্থ পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান।

১২. বৃদ্ধনিবাস ও দাতব্য চিকিৎসালয় তহবিল।

১৩. করোনা ভাইরাস মহামারিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান।

১৪. গাছ বিতরণ কর্মসূচি।

১. ক্ষুদ্রঋণ

বাইরের কোন অনুদান ছাড়াই সদস্যদের সঞ্চয়, সংস্থার উদ্বৃত্ত তহবিল, ব্যক্তি পর্যায়ে স্বল্পমেয়াদী ঋণ এবং ব্যাংক ঋণ নিয়ে সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ব্যবসা সম্প্রসারণ, হতদরিদ্র মানুষের উন্নয়ন ঘটানো, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের ঋণ সহায়তা প্রদান, হতদরিদ্র মানুষদের গ্রাম্য মহাজনদের শোষণের যাঁতাকল থেকে মুক্ত করা এবং সর্বোপরি ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী সমাজের মর্যদা প্রতিষ্ঠা করা। জুন ২০২২ পর্যন্ত কর্মএলাকায় ১১টি শাখা অফিসের মাধ্যমে ১১৪৪৪ জন সদস্যকে আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

কর্ম এলাকায় গঠিত সমিতি ও সদস্য সংক্রান্ত তথ্য

সময়কাল	সমিতির সংখ্যা			সদস্য সংখ্যা		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
জুন/২১পর্যন্ত	৯	৫৯৯	৬০৮	৮৩৭	১১১১৫	১১৯৫২
জুন/২২পর্যন্ত	৯	৫৯৫	৬০৪	৮৭৬	১০৫৬৮	১১৪৪৪
বৃদ্ধির পরিমাণ	**০**	**-৪**	**-৪**	**৩৯**	**-৫৪৭**	**-৫০৮**

সঞ্চয় : এই সংস্থা সদস্যদের ঋণ প্রদানের চেয়ে সঞ্চয়ের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার বিষয়টিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সঞ্চয়ের মাধ্যমে মানুষ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড গ্রহণে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এ লক্ষ্যে প্রতিটি সমিতিতে মাসিক সচেতনতা সভার মাধ্যমে সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা, সঞ্চয় করার কৌশল, বিপদের সময়ে সঞ্চয়ের ব্যবহার, বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রকল্পে সঞ্চয়ের টাকার ব্যবহার ইত্যাদি নানান বিষয়ে সদস্যদের সচেতন করে তোলা হয়।

বিবরণ	পরিমান
জুন/২০২১ পর্যন্ত সঞ্চয় স্থিতি	**৯,৬২,৭৯,২০৭/-**
চলতি বছরে মোট সঞ্চয় আদায়	৯,৬৯,০৮,৪৩৩/-
চলতি অর্থ বছরে প্রদত্তসুদ	৫৯,২৬,৮৭১/-
চলতি বছরে মোট সঞ্চয় উত্তোলন	৮,৬৬,৬৮,১৪৩/-
জুন/২০২২ পর্যন্ত সঞ্চয় স্থিতি	**১১,২৪,৪৬,৩৬৮/-**
শতকরা বৃদ্ধির হার	**১৬.৭৯%**

ঋণ : মানব সেবা অভিযান দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সাল থেকে ক্ষুদ্র পরিসরে ঋণ কার্যক্রম শুরু করে। শুরুতে মাসিক ভিত্তিতে ঋণের কিস্তি আদায় করা হতো। বিভিন্ন বাস্তবতার কারণে ২০০৩ সাল থেকে মাসিক কিস্তির পাশাপাশি সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমেও ঋণ আদায় শুরু হয়। বাংলাদেশ সরকারের বিধিবিধান মোতাবেক আমাদের সংস্থা ২০০৮ সালে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি(এমআরএ)'র সনদ পায়। বর্তমানে এমআরএ'র নীতিমালা অনুযায়ী ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৩৭,৪৫,৪৮,০০০/- টাকা। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ৫৫ কোটি টাকা।

ঋণী সদস্য সংক্রান্ত তথ্য

সময়কাল	ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা		
	পুরুষ	মহিলা	মোট
জুন/২১পর্যন্ত	৩৮০	৭৬৩৫	৮০১৫
জুন/২২পর্যন্ত	৪৫৬	৮০৪৩	৮৪৯৯
বৃদ্ধির পরিমাণ	**৭৬**	**৪০৮**	**৪৮৪**

বিবরণ	পরিমান
জুন/২০২১ পর্যন্ত ঋণ স্থিতি	১৯,২৯,২৭,৪৮৬/-
চলতি বছরে মোট ঋণ বিতরণ	৩৭,৪৫,৪৮,০০০/-
চলতি বছরে মোট ঋণ আদায়	৩০,৪০,৪৮,৬১৯/-
জুন/২০২২ পর্যন্ত ঋণ স্থিতি	২৪,৩৪,২৬,৮৬৭/-
শতকরা বৃদ্ধির হার	**২৬.১৭%**

বিবরণ	পরিমান
আদায়যোগ্য ঋণ	৩২,৩৭,৬৫,৬৩৭/-
আদায়কৃত ঋণ	৩১,৭৪,৯৭,৫৮৫/-
আদায়ের হার	**৯৮.০৬%**

বিবরণ	পরিমান	খেলাপি ঋণ স্থিতি
চলতি খেলাপি	৩৭,১২,৮১১/-	৮৫,২৮,৮১০/-
মেয়াদ উত্তীর্ণ খেলাপি	১,৪১,৬২,৯৫২/-	১,৪১,৬২,৯৫২/-
সর্বমোট	**১,৭৮,৭৫,৭৬৩/-**	**২,২৬,৯১,৭৬২/-**

২. সূদমুক্ত শিক্ষা ঋণ

একাদশ বা তদূর্ধ্ব শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান থেকে বৃত্তি এবং শিক্ষাঋণ প্রদান করা হয়। কিন্তু নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য এরূপ কোনো সহায়তা নেই। এইজন্যই বিশেষ করে নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাবার জন্য এই সংস্থায় ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে সুদমুক্ত শিক্ষাঋণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৫১ জনকে ৩,০৬,০০০/- টাকা এবং এ পর্যন্ত ১০৩৯ জন শিক্ষার্থীকে সর্বমোট ৬২,৩২,০০০/- টাকা সুদমুক্ত শিক্ষা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

৩. সূদমুক্ত প্রতিবন্ধী ঋণ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ আমাদের দেশ তথা সমাজের বোঝা নয় বরং একটু সহযোগিতা পেলে তাঁরাও আর দশজনের মত স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে-এ সত্যকে সামনে রেখেই সংস্থা নিজস্ব অর্থায়নে ২০০৯ সাল থেকে সূদমুক্ত প্রতিবন্ধী ঋণ সহায়তা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কর্মএলাকার দুস্থ প্রতিবন্ধী ভাই-বোনেরা সূদমুক্ত ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে সম্পৃক্ত হয়ে মর্যাদার সাথে পরিবারে অবদান রাখছেন। ফলে পরিবার ও সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৯ জনকে ৪৫,০০০/- টাকা এবং এ পর্যন্ত ২৪৬ জন দুস্থ প্রতিবন্ধী সদস্যের মাঝে ১১,৩০,০০০/- টাকা সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীগণ পরিবারের বোঝা না হয়ে যেন নিজেদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে পারেন এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমাদের এই প্রচেষ্টা।

৪. বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদান।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে এই সংস্থা ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের অক্টোবর মাস হতে বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদান শুরু করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি মেডিকেল কলেজে অধ্যায়নরত পাঁচ জন অস্বচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীকে প্রতিমাসে জনপ্রতি ৩,০০০/- করে মোট ১৫,০০০/- টাকা বিতরন করা হয় । জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট ১,৩৫,০০০/-টাকা **'বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি'** প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এই খাতে যথানিয়মে প্রদান করা হবে । এটা মানবসেবা অভিযানের চলমান প্রক্রিয়া ।

বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

মোঃ মিঠুন আলী
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী।
৪র্থ বর্ষ

মোসাঃ আফরিন আক্তার আশা
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী।
৩য় বর্ষ

মোঃ পারভেজ আলী
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী।
২য় বর্ষ

মোঃ আব্দুল মুহিত
এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুর।
২য় বর্ষ

সজীব আহমেদ
শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, বগুড়া।
২য় বর্ষ

৫. মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি

মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি ফান্ড হতে দুইভাবে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা হয়

(ক) মাসিক মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি

২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে দশজন অস্বচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীকে মাসে ১০০০/- টাকা করে মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা শুরু হয়। পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার্থীর ধরণ ও শ্রেণীভেদে এই মাসিক বৃত্তির পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন কলেজে মাস্টার্স, স্নাতক, দ্বাদশ ও একাদশ শ্রেণী, কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্কুল পর্যায়ে অধ্যয়নরত দুঃস্থ মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাসিক মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। বর্তমানে শিক্ষার্থী ভেদে মাসে ১,০০০/- টাকা হতে ৩,০০০/- টাকা করে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে আমেরিকা প্রবাসী ডা: মো: আসিফ ইকবাল-এর আর্থিক সহায়তায় তাঁর পিতা মরহুম আবুল কাশেমের নামে **'আবুল কাশেম মেমোরিয়াল বৃত্তি'** ফান্ড হতে প্রথম এই বৃত্তি প্রদান করা শুরু হয়। পরবর্তী কালে রাজশাহী জেলার অন্যতম বীর মুক্তিযোদ্ধা **শহীদ নজমুল হক সরকার**-এর সন্তানসহ আরো অনেকে তাদের প্রিয়জনের স্মরনে মোমোরিয়াল বৃত্তি তহবিলের মাধ্যমে মাসিক বৃত্তি প্রদান শুরু করেন। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৮ জনকে ২,১৯,০০০/- টাকা এবং এ পর্যন্ত ২৫ জন শিক্ষার্থীকে সর্বমোট ১১,৬৪,৫০০/- টাকা মাসিক মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি বাবদ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) এককালীন মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি

২০১২-২০১৩ অর্থ বছর থেকে আমাদের সংস্থা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অস্বচ্ছল ও পিছিয়ে পড়া সদস্যগণের যে সকল সন্তানেরা বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝেও তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তুলনামূলকভাবে ভাল ফলাফল করছেন তাদের জন্য আমাদের এই কর্মসূচি। এই ধরণের পরিবারের শিক্ষার্থীদের তৃণমূল থেকে খুঁজে বের করে শিক্ষার পথ সুগম করার জন্য এককালীন মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় এই কর্মসূচি চালু রয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ২২ জনকে ১,৮৬,০০০/- টাকা এবং এ পর্যন্ত ১২২ জন শিক্ষার্থীকে সর্বমোট ৪,৮৮,৫০০/- টাকা মেমোরিয়াল বৃত্তি ফান্ড হতে এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ফান্ডের অনুদানের প্রাপ্তি-প্রদান হিসাব নিম্নরূপ:

ক্র. নং	মেমোরিয়াল বৃত্তি ফান্ডের শিরোনাম	ক্রমপঞ্জিভূত অনুদান গ্রহণ	ক্রমপঞ্জিভূত অনুদান প্রদান	জুন/২০২২ পর্যন্ত স্থিতি
১	মুরশেদ আলী মেমোরিয়াল বৃত্তি	৫৯,০০০/-	৫৯,০০০/-	-
২	শামসুন নাহার খানম- ইব্রাহিম হোসেন খান মেমোরিয়াল বৃত্তি	১,০৯,১০০/-	১০০,০০০/-	৯,১০০/-
৩	সাবেরা হক- শহীদ নজমুল হক মেমোরিয়াল বৃত্তি	৮১,১১৭/-	৮০,৫০০/-	৬১৭/-
৪	মোঃ আবুল কাশেম মেমোরিয়াল বৃত্তি	১১,৮৫,৪৫১/-	১০২০৫০০/-	১,৬৪,৯৫১/-
৫	আব্দুস সাত্তার মেমোরিয়াল বৃত্তি	১১,০০০/-	১১,০০০/-	-
৬	আলাউদ্দিন-মনোয়ারা মেমোরিয়াল বৃত্তি	৫৬,০০০/-	৫১,০০০/-	৫,০০০/-
৭	মরহুম নজমুল হক সরকার মেমোরিয়াল বৃত্তি	৪৮,০০০/-	৪৮০০০/-	-
৮	মরহুম শামসুন নাহার মেমোরিয়াল বৃত্তি	২২,৪৭০/-	২০০০০/-	২৪৭০/-
৯	আইনুল হক মেমোরিয়াল বৃত্তি	৩১,০০০/-	২২,০০০/-	৯,০০০/-
১০	গোলাম মোস্তফা মেমোরিয়াল বৃত্তি	১৯,০০০/-	১৩,০০০/-	৬,০০০/-
১১	বেগম সাকিনা-মুহাম্মদ মুইজ্জ মেমোরিয়াল বৃত্তি	৪২,৪৪০/-	৪২,০০০/-	৪৪০/-
১২	ড. সৈয়দ সাফিকুল আলম	১২,২৪০/-	-	১২২৪০/-
	মোট =	**১৬,৭৬,৮১৮/-**	**১৪,৬৭,০০০/-**	**২,০৯,৮১৮/-**

উল্লেখ্য যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল এ্যান্ড কলেজের ইংরেজী বিষয়ের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী অধ্যাপক জনাব রেবেকা মার্জান তাঁর মা-বাবার স্মরনে **'বেগম সাকিনা-মুহাম্মদ মুইজ্জ'** নামে মেমোরিয়াল বৃত্তি প্রদানের জন্য এক লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানত হিসেবে অনুদান দিয়েছেন। জনাব রেবেকা মার্জান এই টাকার লভ্যাংশ দিয়ে রাজশাহী লোকনাথ হাইস্কুলের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের অনুরোধ করেন। উল্লেখ্য যে তাঁর পিতা মুহাম্মদ মুইজ্জ রাজশাহী লোকনাথ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের সেক্রেটারী হিসেবে চাকুরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। একইভাবে রাজশাহী কোর্ট রেলওয়ে স্টেশনের নিকটবর্তী বালাজান উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জনাব আখতার জাহান বেগম তাঁর মা-র নামে **'মরহুম শামসুন নাহার'** মেমোরিয়াল বৃত্তি প্রদানের জন্য এক লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানত হিসেবে অনুদান দিয়েছেন। তিনি এই টাকার লভ্যাংশ দিয়ে বালাজান উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের অনুরোধ করেন।

সমাজের স্বচ্ছল ব্যক্তিবর্গ তাঁদের পরিবারের সদস্যদের স্মৃতি স্মরনীয় করে রাখার জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই বৃত্তি চালু করতে পারেন।

৬. সেবা ফান্ডের কর্মসূচিসমূহ

'সেবা ফান্ড'-এর মাধ্যমে নিঃস্ব, গরীব ও অসহায় ব্যক্তিবর্গের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এবং তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, দূর্ঘটনা, সৎকার ইত্যাদি জরুরী প্রয়োজনে সংস্থার জন্মলগ্ন থেকেই সহায়তা করা হয়। সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি হতে বাৎসরিক মুনাফার একটি অংশ এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে অনুদান নিয়ে এই তহবিল গড়ে তোলা হয়েছে। নিম্নে সেবা ফান্ড হতে পরিচালিত কর্মসূচিসমূহের বিবরণ দেয়া হলো।

(ক) শিক্ষা সহায়তা প্রদান

সংস্থার বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলার অন্যতম মাধ্যম হলো মানসম্মত শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের ভাল-মন্দ বোধের সৃষ্টি হয়। কেবল শিক্ষিত জাতিই পারে সমাজ থেকে দারিদ্র দূর করে সুখী সমাজ গঠন করতে। আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত এবং পিছিয়ে পড়া পরিবারের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই আমাদের সংস্থা জন্মলগ্ন থেকে দরিদ্র ও হতদরিদ্র সদস্যদের সন্তানদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণ ক্রয়, SSC ও HSC পরীক্ষার ফরম পূরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৩৩ জনকে ১,৩৩,০০০/- টাকা এবং সংস্থার শুরু হতে এ পর্যন্ত ১৪০৯ জন শিক্ষার্থীকে সর্বমোট ১৩,৫৭,৫৯৬/- টাকার শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(খ) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদান

যে সমস্ত দুঃস্থ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীগণ বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের জন্য আমাদের এই উদ্যোগ। আমরা জানি এদের পক্ষে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর।

একে তো চলাফেরায় কষ্ট, তার উপরে অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। এই ভাবনা থেকেই আমাদের সংস্থা ২০১২-২০১৩ অর্থবছর হতে দুঃস্থ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এই সহায়তা বাবদ এ পর্যন্ত সংস্থা হতে ১৩১ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে সর্বমোট ২,৬২,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়।

(গ) স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান

সুস্বাস্থ্য সুখী জীবনের অন্যতম অনুষঙ্গ। শিক্ষা সহায়তার পরেই এই সংস্থা থেকে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। দরিদ্র মানুষের জন্য ঔষধ ক্রয়, বিভিন্ন প্যাথলজিক্যাল টেষ্ট, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ফিস, আলট্রাসনোগ্রাফি, অপারেশন ইত্যাদির জন্য এই সংস্থা থেকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১০৮ জনকে ৩,২৯,০০০/- টাকা এবং এ পর্যন্ত ৪৫০ জন ব্যক্তিকে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সহায়তা বাবদ সর্বমোট ১১,৭৭,০১০/- টাকা প্রদান করা হয়।

(ঘ) বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ কর্মসূচি

অনেক সময় দেখা যায় মহিলারা বিধবা হয়ে অথবা স্বামীর দ্বারা নির্যাতিত ও তালাকপ্রাপ্ত হয়ে অসহায় অবস্থায় দিন কাটায়, কখনও বা দরিদ্র বাবার সংসারে আশ্রয় নেয়। অসহায় বাবা দুমুঠো খাবার জোগাড় করতে হিমশিম খায়, তার উপরে অসহায় মেয়ের বাড়তি চাপ। **মানব সেবা অভিযান** এই সকল দুঃস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থানের কথা চিন্তা করে ২০১৬ সাল হতে সেলাই মেশিন প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের সাহায্য এবং সেবা ফান্ডের অর্থ দিয়ে এই কর্মসূচি পরিচালিত হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৩টি সেলাই মেশিন এবং এ পর্যন্ত মোট ৪৮টি সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছে। আগামীতে এই কর্মসূচি বৃদ্ধির পরিকল্পনা আছে, যাতে পিছিয়ে পড়া অসহায় মেয়েরা কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেদের দক্ষতায় সমাজের সকল বাধা অতিক্রম করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।

(চ) বিনামূল্যে হুইল চেয়ার প্রদান কর্মসূচি

একাকী চলাচলে অক্ষম দরিদ্র ও অসহায় শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সহায়তার জন্য বিনামূল্যে হুইল চেয়ার প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় এবং সংস্থার সেবা ফান্ডের অর্থ দিয়ে ২০১৬ সাল হতে এই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৬টি হুইল চেয়ার এবং এ পর্যন্ত মোট ৬৫ টি হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়েছে। আগামীতে এই কর্মসূচি বৃদ্ধির পরিকল্পনা আছে।

৭. অসহায় ও দুস্থ ব্যক্তিদের মাসিক ভাতা প্রদান কর্মসূচি

আমাদের সমাজে দেখা যায় কিছু দুঃস্থ ও অসহায় ব্যাক্তি আছেন যারা অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে খেয়ে-না খেয়ে দিন পার করছেন। অসুখে-বিসুখে চরম কষ্টের মধ্যে তাঁদের দিন পার হচ্ছে। যাদের উপযুক্ত ছেলে-মেয়ে নাই তাদের ক্ষেত্রে কষ্টের মাত্রা আরো বেশী। আমাদের প্রত্যেকের উচিত এদের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়ানো। এই অনুভুতি থেকে আমাদের সংস্থা সমাজের দুঃস্থ ও অসহায় ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য ২০১২-২০১৩ সাল থেকে **'অসহায় ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের মাসিক ভাতা'** প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এই তহবিল হতে ২১ জনকে ১,৫৯,০০০/- সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। জুন'২০২২ পর্যন্ত ২৭ জন দুঃস্থ এবং অসহায় ব্যক্তির মাঝে ত্রৈমাসিক ১৫০০/- টাকা করে মোট ৮,২৬,৪৭৫/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন দানশীল ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় ভবিষ্যতে এই কর্মসূচি আরো সম্প্রসারণ করা হবে।

৮. দুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সাহায্য প্রদান কর্মসূচি

মানব সেবা অভিযান ২০১২ সালে দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক ১০০০/- টাকা করে সম্মানি ভাতা প্রদান করা শুরু করে। বর্তমান সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক ভাতা বৃদ্ধি করার প্রেক্ষিতে সংস্থার এই ভাতা প্রদান কর্মসূচি জুলাই ২০১৬ হতে বন্ধ করা হয়েছে। তবে সম্মানিত অসহায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজনে সংস্থা থেকে অন্যান্য সহায়তা প্রদান অব্যাহত আছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২৪,০০০/- টাকা এবং এ পর্যন্ত সম্মানিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতা ও সহায়তা বাবদ জুন ২০২২ পর্যন্ত সর্বমোট ২,৬২,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৯. যাকাত তহবিল

আমাদের দেশে অনেক হতদরিদ্র পরিবার আছে যাদের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হঠাৎ কোন দুর্ঘটনায় কর্মহীন অথবা মারা যাবার ফলে তার পরিবার এক চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায়। এই সমস্ত পরিবার উপযুক্ত পরিবেশ, শিক্ষা, পুণর্বাসন এবং কর্মসংস্থানের অভাবে দারিদ্রের চরম সীমার মধ্যে বসবাস করে। তাদের আর্থিক অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে তারা নিজেদের চিকিৎসার স্বল্পতম ব্যয়ভারও বহন করতে পারেন না। এছাড়াও চিকিৎসা শেষে অনেক রোগীই সম্পূর্ণ শারীরিক সক্ষমতা ফিরে পায় না, ফলে সেই পরিবারটি একেবারে অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে যায়। কর্ম এলাকার মধ্যে এই ধরণের যে সকল অসহায় পরিবার আছে তাদের সহযোগীতার জন্য মানব সেবা অভিযান 'যাকাত তহবিল' গঠন করেছে। দুঃস্থ মহিলাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও পুঁজি প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা আমাদের এই কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য। এই তহবিলের অর্থ দিয়ে গরীব সদস্যদের প্রয়োজনে সেলাই মেশিন, হুইল চেয়ার ইত্যাদিও প্রদান করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১,১০,৮৫০/- টাকা এবং জুন ২০২২ পর্যন্ত ৩,৭৮,৪৪৭/-টাকার বিভিন্ন উপকরণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

১০. দুস্থ মেয়েদের বিবাহ তহবিল

গরীব, অসহায় ও দুঃস্থ পরিবারের মেয়েদের বিয়েতে সহায়তা প্রদানের জন্য দানশীল ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় ২০১৫ সালের মার্চ মাস থেকে এই তহবিল গঠন করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৮জনকে ৩৬,০০০/-টাকা। ২০২২ সালের জুন মাস পর্যন্ত এই তহবিল হতে ৮৩,৫০০/- টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

১১. অসহায় ও দুস্থ পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান

দরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া, আত্মকর্মসংস্থান এবং নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনা করে সংস্থা ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে অসহায় ও দুঃস্থ পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৯টি পরিবারে এবং এ পর্যন্ত সর্বমোট ৪৫ টি পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

১২. বৃদ্ধনিবাস ও দাতব্য চিকিৎসালয় তহবিল

বৃদ্ধনিবাস এবং দাতব্য চিকিৎসালয় প্রকল্পটি গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও অবহেলিত জনগণের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য হাতে নেয়া হয়েছে। আমাদের সমাজের অসহায় মানুষজন বেকারত্ব, ক্ষুধা, অপুষ্টির সাথে জীবনযাপন করে নানাবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা সুবিধা খুবই কম বলে বিনা চিকিৎসায় প্রতি বছর অনেক লোক কষ্ট পান। এই সকল বাস্তবতা বিবেচনা করে আমাদের সংস্থা এই উদ্যোগটি হাতে নিয়েছে। এলক্ষ্যে জুন ২০২২ পর্যন্ত ৩৫,১২,৭৯১/- টাকার তহবিল গঠন করা হয়েছে।

১৩. করোনা ভাইরাস মহামারিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান

করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্থ ৬০৬জন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য বিভিন্ন সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ১,৭৬,০২৫/- টাকা, রাজশাহী সদর আসনের মাননীয় সাংসদ জনাব ফজলে হোসেন বাদশা ১,০০,০০০/-টাকা এবং সংস্থার নিজেস্ব তহবিল হতে ১,২৫,০০০/-টাকা ,সর্বসাকুল্যে ৪,০১,০২৫/- টাকার সহায়তা প্রদান করা করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সংস্থার নিজেস্ব তহবিল হতে ২৩৪ জনকে ১,৬৪,০০০/- টাকার সহায়তা প্রদান করা হয়। জুন ২০২২ পর্যন্ত সর্বমোট ৫,৬৫,০২৫/- টাকার সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

১৪. গাছ বিতরণ কর্মসূচি

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬ তম শাহাদাত বার্ষিকী স্মরণে ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ পালন উপলক্ষ্যে মানবসেবা অভিযান সংস্থার সকল শাখা অফিসে গাছের চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত হয়। ইতোমধ্যে সংস্থার আলীগঞ্জ, দারুশা, দামকুড়া, নওদাপাড়া, নওহাটা, ফরিদপুর, রাজাবাড়ী ও ভাঙ্গুড়া শাখায় পর্যায়ক্রমে গাছ বিতরণ কর্মসূচি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়েছে। জনপ্রতি ১টি করে ফলদ ও ১টি করে বনজ গাছের চারা বিতরণ করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৫০০টি পরিবারের মধ্যে ৫০,৩০০/- টাকার গাছ বিতরণ করা হয়েছে।

উপরে বর্ণিত সকল সেবামূলক ও সামাজিক কর্মসূচিতে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি। উল্লেখিত কর্মসূচিসমূহ ছাড়াও হতদরিদ্র মানুষের কল্যাণে আপনাদের সকল প্রস্তাব ও পরামর্শ সাদরে গ্রহন করা হবে।

ধন্যবাদ